স্বপন গাঙ্গুলী

বিহিত

চরিত্র ☐ লেখক, স্ত্রী, ডঃ সেন, অনন্ত, যুবক

[মোটর বাইকের বিকট শব্দ অন্ততঃ তিনবার]

লেখক ॥ আচ্ছা, কী ব্যাপার বলুন তো ডাঃ সেন? কে বলুন তো? রোজ দুপুরে এইরকম বিভৎস শব্দ করে এ পাড়ায় চক্কর দেয়? মোটর বাইকের সাইলেন্সার পাইপটা পর্যন্ত খুলে রেখেছে!

ডঃ সেন ॥ আর বলবেন না। রোজ দুপুরে 'কল' সেরে এসে এই সময়টা একটু ঘুমোবার চেটা করি—ওই শব্দে মনে হয়, হার্ট বিট্‌স বন্ধ হয়ে যাবে। আমার পুঁচকে নাতিটা পর্যন্ত ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। প্রেসার তো বেশ ভালোই আছে।

লেখক ॥ আর প্রেসার। শান্তিতে লেখবার জন্য নিজের অতবড় বাড়ি ছেড়ে তিনতলার এই ফ্ল্যাটটা নিলাম—

ডঃ সেন ॥ আপনার কাজের ছেলেটিকে দেখছি না?

লেখক ॥ অনন্ত? ও এই সময় আমার বাড়িতে খেতে যায়। আবার ঠিক তিনটের সময় এসে আমাকে চা ক'রে দেবে। দুপুরে আমি ঘুমোই না ; লেখালেখি নিয়েই থাকি। কী করা যায় বলুন তো?

ডঃ সেন ॥ কীসের?

লেখক ॥ পাড়ার শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থদের তো শব্দের এই ধাক্কা সামলাতে খুবই কষ্ট হয়।

ডঃ সেন ॥ কিন্তু কী করবেন বলুন? এই জীবদের আপনি কী ক'রে দমাবেন?

লেখক ॥ কেন? জীবটি কি এতই ক্ষমতাশালী যে তাকে দমানো যাবে না? অন্ততঃ তাকে অনুরোধ তো করা যেতেই পারে—সে যেন তার মোটরবাইকের সাইলেন্সার পাইপটা পুরোপুরি লাগিয়ে দেয়।

ডঃ সেন ॥ তাই যদি দেবে তাহলে তো ওর মজাটাই মাঠে মারা যাবে।

লেখক ॥ তা বলে এতজনের অসুবিধে ক'রে মজা!

ডঃ সেন ॥ শুধু কী মজা? প্রতিশোধও বলতে পারেন।

লেখক ॥ প্রতিশোধ? কীসের প্রতিশোধ?

ডঃ সেন ॥ এ পাড়ায় সরখেলদের বাড়ির একটি মেয়ে আছে। আপনি তো নতুন এসেছেন ; সবাইকে ঠিক চেনেন না। এই রাস্তায় চৌষট্টি নম্বর বাড়ি। সরখেলদের বাড়ির ওই মেয়েটিকে ও নাকি প্রেম নিবেদন করেছিল।

লেখক ॥ ও মানে ঐ মোটরবাইক আরোহী?

ডঃ সেন ॥ হ্যাঁ। মেয়েটি একটু ভিন্ন ধাতুর। কোনরকম সাড়া তো দেয়নি ; বরং সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিল।

লেখক ॥ মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা বা পরিচয় ছিল? মানে হঠাৎ ইচ্ছে করলেই তো প্রেম নিবেদন করা যায় না। প্রেম ব্যাপারটা তো বাজারের কেনা বেচার জিনিষ নয়।

ডঃ সেন ॥ পরিচয় না থাকলেও মেয়েটি অপরিচিত নয়।

লেখক ॥ ওটাকে অপরিচিতই বলে। ঐ মোটরবাইক আরোহীর কী অধিকার আছে একটি অপরিচিত মেয়েকে প্রেম নিবেদন করার?

ডঃ সেন ॥ কিন্তু ও যে জানে, ও যখন মেয়েটিকে চেয়েছে, তখন ওকে পেতেই হবে।

লেখক ॥ মগের মুলুক! একটা প্রবাদ আছে, খুঁটির জোরে ম্যাড়া নড়ে, তা ওর খুঁটিটা কোথায়?

ডঃ সেন ॥ দু জায়গায়। লোকাল থানা আর রাজনৈতিক দল।

লেখক ॥ ছেলেটি কি এই পাড়াতেই থাকে?

ডঃ সেন ॥ হ্যাঁ, ভট্চার্য বাড়ির ছেলে। মোটামুটি লেখাপড়াও ভাল শিখেছে। কিছুদিন ধরেই দেখছি ও একটা রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজকর্ম করছে। এখন ও-ই এই এলাকার মুকুটহীন রাজা।

লেখক ॥ আপনাদের পাড়াটা তো কসমোপলিটন বলা যায়। খ্রীষ্টান, পারসী, মুসলমান,

বাঙালী অবাঙালী...

ডঃ সেন ॥ (হেসে) আইনজীবী, চিকিৎসক, সমাজসেবী, লেখক পর্যন্ত...

লেখক ॥ অথচ কেউ প্রতিবাদ করে না। কঠিন সমস্যা। এই জাতীয় জীব সারা দেশে এখন ছড়িয়ে রয়েছে। ওরা জানে, ওদের সবরকমের অধিকার আছে। ওরা যা চাইবে, ওদের তাই পেতেই হবে। আর সেইজন্য একটা শান্তিপ্রিয় পাড়ায় সবাইকে কষ্ট দেবার অধিকার ওদের আছে।

ডঃ সেন ॥ ঠিক বলেছেন। এটা হচ্ছে ওদের এক ধরনের নিজের শক্তি পরীক্ষা। শুধু সরখেলদের নয়, গোটা পাড়ার বাসিন্দাদের ও জানিয়ে দিতে চায়, ওর শিকারের দিকে ও থাবা বাড়াবেই। কারুর যদি বাধা দেবার ক্ষমতা থাকে, সে থানায় যেতে পারে, শান্তিরক্ষা কমিটিতে যেতে পারে। যখন দেখবে পাড়াটাকে ও বিভীষিকা দিয়ে কব্জা করতে পেরেছে ; তখন সকলের চোখের সামনে দিয়ে ও শিকার মুখে করে নিয়ে যাবে।

লেখক ॥ (স্বগতঃ) কিন্তু এর তো একটা বিহিত করা দরকার। ডঃ সেন এবার আপনি বাড়ি যান ; আপনার বোধ হয় আজ আর ভাত ঘুমটা হলো না।

ডঃ সেন ॥ আপনার হার্টের অবস্থা কিন্তু খুব ভাল নয় ; আপনি আর এসবের মধ্যে নিজেকে জড়াবেন না।

লেখক ॥ না—না—ঠিক আছে—আচ্ছা—নমস্কার।

(আবহ)

লেখক ॥ (স্বগতঃ) আজ এর একটা বিহিত করা দরকার ; কিন্তু কী ভাবে? (মোটর বাইকের শব্দ এগিয়ে আসে) ঐ, আবার আসছে! ভদ্রলোকটিকে একবার দেখতে হয়! বারান্দায় যাওয়া যাক্! বাব্বা! সাড়ে তিন হর্স পাওয়ারের বুলেট! (বাইকের শব্দ কাছে) ছেলেটিকে দেখতে তো খারাপ নয়। স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। গলায় চিক্‌চিক্ করছে সোনার চেন। ডান হাতে রূপোর মোটা চেন। এই যে, শুনছেন? শুনছেন? [বাইকের শব্দ কাছ থেকে দূরে চলে গেল] বোধহয় শুনতে পায়নি। ও তো রোজ মোটামুটি তিন থেকে চারবার এ রাস্তা প্রদক্ষিণ করে ; নিশ্চয়ই আবার আসবে। এক গ্লাস জল নিয়ে আসি। আমার বাড়ির তলায় এলেই জলটা গায়ে ছুঁড়ে দেবো। (আবহ) ওই, ওই আবার আসছে। [বাইকের শব্দ এগিয়ে আসে] এ্যা—এ্যা-এ্যাই। জলটা ঠিক ওর মাথায় পড়েছে—[বাইকের শব্দ থামল]

যুবক ॥ (চেঁচিয়ে) আপনি আমার মাথায় জল দিলেন?

লেখক ॥ হ্যাঁ দিলাম।

যুবক ॥ আমি কি শিবঠাকুর নাকি? মাথায় জল ঢাললেন কেন?

লেখক ॥ নইলে যে আপনি শুনতে পেতেন না।

যুবক ॥ তাই ব'লে জল ছুঁড়বেন গায়ে?

লেখক ॥ হ্যাঁ, বাধ্য হয়ে।

যুবক ॥ কী বলতে চান আপনি?

লেখক ॥ আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। আপনি দয়া করে আপনার মোটরবাইকের সাইলেন সিয়ার পাইপটা ঠিক করে নিন। শব্দটা বড় যন্ত্রণাদায়ক।

যুবক ॥ সেইজন্য জল ছুঁড়লেন?

লেখক ॥ হ্যাঁ।

যুবক ॥ একবার নিচে নেমে আসবেন?

লেখক ॥ আপনি বরং আমার ঘরে আসুন।

যুবক ॥ আসছি। (বাইকের Start নেওয়ার শব্দ/তারপর দুরে মিলিয়ে যায়)

লেখক ॥ (স্বগতঃ) 'আসছি'—ব'লে আবার কোথায় গেল! বোধহয় তৈরী হয়ে আসছে।

ডাঃ সেন ॥ (দুরের বারান্দা থেকে) এ সবের কী দরকার ছিল? আমি পই পই ক'রে বারণ করে এলাম, আপনার শরীর খারাপ—আপনি এসব ঝামেলার মধ্যে জড়াবেন না—

লেখক ॥ ডঃ সেন, আপনার তো এখন ঘুমোবার সময়—একটু চোখ বুজে নিন—বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিন—। (Pause) অনন্ত আসছে—তার মানে তিনটে বাজে। একটু চা খাওয়াও দরকার। সামনের ফ্ল্যাটে সব দরজা জানলা থেকে আমার দিকে উঁকি দিচ্ছে—ঠিক যেন চিড়িয়াখানার কোন নতুন জন্তু দেখছে।—

অনন্ত ॥ আপনি কি ওই লোকটাকে কিছু বলেছেন নাকি?

লেখক ॥ কোন্ লোকটা?

অনন্ত ॥ মোটরবাইকের গুণ্ডাটাকে?

লেখক ॥ হ্যাঁ, আমি ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়েছিলুম।

অনন্ত ॥ সর্বনাশ! আপনি ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়েছেন? আপনাকে কী ব'লে গেল?

লেখক ॥ আমাকে নীচে ডাকছিল। আমি ওকে আমার ঘরে আসতে বললুম। ও আসছে।

অনন্ত ॥ আপনি এখুনি ও বাড়ি চলে যান ও আসবার আগেই আপনাকে চলে যেতে হবে ; নইলে সর্বনাশ ঘটে যাবে।

লেখক ॥ অনন্ত, আর তা হয় না।

অনন্ত ॥ একি! আপনি ড্রয়ার থেকে ওটা কী বের করলেন?

লেখক ॥ এটা সিক্স রাউণ্ডার। ঠিক কেউটে সাপের মত দেখতে না? আনলক ক'রে দেখলাম ; ছটা গুলি ভরা আছে। দেখ অনন্ত, ও যখন আসছে ব'লে গেল, আমি তো ঘর ছেড়ে যেতে পারি না। বিশেষ করে আমি যখন ওকে আসতে বলেছি।

অনন্ত ॥ বাবু আমার পা কাঁপছে। আমি কিন্তু দরজা খুলে দেব না।

লেখক ॥ তুই না দিলে আমাকেই দরজা খুলে দিতে হবে। শোন অনন্ত, ভয় পাসনি।

ভয় জিনিষটা ঠিক ময়াল সাপের মত। কেবলই পাকে পাকে জড়ায়। জ্যান্তকে মড়া করে দেয়। তোকে ও কিছুই বলবে না। তুই কেবল দরজা খুলে দিবি। [মোটর বাইকের শব্দ এগিয়ে আসে]

অনন্ত ॥ বাবু, ও আসছে। আমি বারান্দার দরজাটা খুলে দিচ্ছি। [বাইকটা এসে দাঁড়াল] বাবু, ডাক্তারবাবু ও আরো অনেক লোক সব দরজা জানলা খুলে দাঁড়িয়ে দেখছে—

লেখক ॥ দেখতে দে—

অনন্ত ॥ আপনি রিভলবার নিলেন কেন? ওকে কি গুলি করবেন?

লেখক ॥ চুপ! ও সিঁড়ি দিয়ে উঠছে—এখুনি কলিংবেল বাজবে—তুই দরজাটা খুলে দিয়ে ভেতরের ঘরে যা—[কলিং বেল] খোলা আছে—

যুবক ॥ বাঃ! তৈরী হয়েই বসে আছেন দেখছি।

লেখক ॥ আপনাকে রিসিভ করার জন্য। কোমরের কাছ থেকে হাত সরান। আর বলুন, কেন আমাকে নিচে ডাকছিলেন?

যুবক ॥ (অল্প হাসি) এখন তো আর বলা যাবে না, কেন আপনাকে ডেকেছিলাম। পরে এক সময় বলবো। বাঃ! রিভলবারটা তো বেশ চক্‌চক্ করচে। রোজ পরিষ্কার করেন বুঝি? ঠিক আছে, আজ আমি চলি। আবার দেখা হবে।

লেখক ॥ আসবেন। আর যদি আমার অনুরোধটা রাখেন, খুশি হব।

যুবক ॥ কোন্ অনুরোধ?

লেখক ॥ মোটরবাইকের সাইলেন সিয়ার পাইপটা ঠিক ক'রে লাগিয়ে নেবেন।

যুবক ॥ নইলে কি আবার জল ছুঁড়বেন?

লেখক ॥ ছুঁড়তে পারি।

যুবক ॥ আমিও তৈরি থাকবো। আজ চলি। তবে হ্যাঁ, আমি নিজের মর্জিতে চলি ; কারোর অনুরোধের ধার ধারি না।

লেখক ॥ কথাটা মনে রাখবো। (ডাকে) অনন্ত, ভদ্রলোককে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়। দরজাটা বন্ধ করে দিস। [টেলিফোন]

লেখক ॥ হ্যালো—

ডঃ সেন ॥ ডঃ সেন বলছি। আপনি ঠিক আছেন তো?

লেখক ॥ গলা শুনে কী মনে হচ্ছে?

ডঃ সেন ॥ আমি সমস্ত ঘটনাটা এইমাত্র থানার ও, সি কে জানালুম। উনি আমাদের পাড়ায় পুলিশ পিকেটের ব্যবস্থা করছেন।

লেখক ॥ থানা তো ওর একটা খুঁটি। পুলিশ পিকেট কি ওর এই উদ্ধত্য বন্ধ করতে পারবে?

ডঃ সেন ॥ দেখুন কী হয়। ওর সঙ্গে কী কথা হ'ল?

লেখক ॥ কথা কিছুই হয়নি। আমি জানতাম, ও তৈরী হয়ে আসবে। আমিও তৈরী

ছিলাম।

ডঃ সেন ।। আপনি তৈরী ছিলেন, মানে?

লেখক ।। মানে, ও আমার হাতে রিভলবারটা দেখেই একটু থমকে গিয়েছিল।

ডঃ সেন ।। রিভলবার? আপনার? লাইসেন্স আছে তো?

লেখক ।। (হেসে) আপনি ভাবলেন কী করে আমি বেআইনী অস্ত্র রাখবো?

ডঃ সেন ।। না না, তা বলছি না। ঘটনা যা ঘটছে, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।

লেখক ।। তা থাকবো। রাখছি। (রিসিভার রাখার শব্দ) একটু সাবধানে তো থাকতেই হবে। টেবিলের লেখার কাগজটার ওপর রিভলবারটা বিশ্রী বেমানান লাগছে। কেমন যেন থ্রিলার পিকচারের মতো। তবু একে অস্বীকার করবার উপায় তো নেই। [টেলিফোন] আবার কে? হ্যালো—হ্যালো—

লেখকের স্ত্রী ।। তুমি এক্ষুনি ও বাড়ি থেকে এখানে চলে আসবে। কী, আসবে কি না?

লেখক ।। কেন? কী হয়েছে?

স্ত্রী ।। কী হয়েছে? কী হয়নি! তুমি একটা গুণ্ডার মাথায় জল ঢেলেছো?

লেখক ।। তোমাকে কে বললে?

স্ত্রী ।। সেটা জানা কি খুব জরুরী? জল ঢেলেছ কি না?

লেখক ।। হ্যাঁ ঢেলেছি। তো কী হয়েছে? আমি তো, আর তার মাথায় ইয়ে করিনি।

স্ত্রী ।। তুমি যদি তোমার লেখার কাগজপত্র নিয়ে এক্ষুণি না চলে আসো ; আমি ওখানে চলে যাবো। কাল থেকে তোমার ও বাড়ি যাওয়া বন্ধ।

লেখক ।। তুমি ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করো—

স্ত্রী ।। অনেক বুঝেছি। জীবন ভোর তো অনেক প্রতিবাদ করলে ; কী হ'লো? বুড়ো বয়সে মাস্তানী না ক'রে বাড়ি চলে এসো—ব্যস্।

লেখক ।। যাঃ কেটে দিল। মেয়েদের এই এক দোষ—কারুর কথা শুনবে না—শুধু নিজের কথাই বলে যাবে। [মোটর বাইকের শব্দটা এগিয়ে আসে]

অনন্ত ।। (বারান্দা থেকে) বাবু, ওই লোকটা আবার আসছে—পেছনে আর একটা লোক—আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে পেছনের লোকটাকে কী যেন বলছে—

লেখক ।। তুই বারান্দা থেকে চলে আয়—[মোটর বাইকটা দুরে চ'লে যায়]

অনন্ত ।। বাইকটা দাঁড়ালো না, দুরে চলে গেল।

লেখক ।। চল্। আমরাও চলে যাবো। শোন্, তুই বাড়ি গিয়ে এত সব ঘটনা যেন বড় বড় ক'রে লাগাসনি। মা জিগেস্ করলে তুই এমন ভাব করবি যেন কিছুই হয়নি। যা বলবার আমি বলব। বুঝলি?

অনন্ত ।। বুঝলাম। (আরহ)

স্ত্রী ।। শোন্ অনন্ত, এইটেতে তোর বাবুর খাবার। আর এইটেতে তোর।

অনন্ত ।। আমার?

স্ত্রী ।। হ্যাঁ, আজ আর তোকে খাবার জন্য বাড়িতে আসতে হবে না। দুপুরবেলা তুই

বাবুর কাছেই থাকবি।

অনন্ত ॥ মা, বাবুকে তুমি ও বাড়ি যেতে দিলে কেন?

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ, তোর বাবু সেই রকমই লোক কিনা! যা বলবো, তাই শুনবে। যা, আর কথা বাড়াসনি—

অনন্ত ॥ জানো মা, কাল ফেরবার সময় দেখলাম ; ওই রাস্তায় পুলিশ পিকেট বসিয়েছে। তাছাড়া, আজ রোববার। আজ আর মনে হয় গুণ্ডাটা আসবে না।

স্ত্রী ॥ তবু তুই ওখানেই থাকবি। বাবু বললেও চলে আসবি না—বুঝলি? (আবহ) [মোটরবাইক চলে যাওয়ার শব্দ]

লেখক ॥ প্রথম পরিক্রমা। অন্ততঃ আরো দুবার যাবে। কী সাহস! পুলিশ পিকেট বসানো সত্ত্বেও...। আজও জল ঢালবো? কিন্তু সেটা রোজ রোজ কি আমাকে মানায়? আজ আমাকে এর একটা বিহিত করতেই হবে। [মোটরবাইকের শব্দ এসে থামে/অনেকের সোরগোল]

অনন্ত ॥ বাবু, বারান্দায় যাবেন না—ওর হাতে রিভলবার—আপনাকে গুলি করতে পারে—

লেখক ॥ তুই সরে যা—[মেয়ে পুরুষের গলা/মার্ মার্/অনেক কাচ ভেঙে পড়ার শব্দ]

লেখক ॥ একী দৃশ্য! যার ভয়েতে এ রাস্তার সব দরজা জানলা বন্ধ হয়ে থাকতো—তারাই এখন গ্লাস গ্লাস জল ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে—[দূর থেকে]

যুবক ॥ খবরদার—খবরদার—আমাকে রিভলবার চালাতে বাধ্য করবেন না—

লেখক ॥ (চিৎকার করে) না—না—আপনারা ওভাবে কাচের গ্লাস ছুঁড়বেন না—ছেলেটা মরে যাবে—ওকে ছেড়ে দিন—ওই দেখুন, ও চলে যাচ্ছে—ওকে যেতে দিন—ও ভয় পেয়েছে—ওকে পালাতে দিন ['মার্ মার্' ধ্বনি চলবে/মোটর বাইকের শব্দ Fade out হবে] (আবহ)

যুবক ॥ বাঃ! দিব্বি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন লেখক স্যার! আপনার 'বিহিত' গল্পটা তো বাজারে একদম সাড়া ফেলে দিয়েছে। পাড়ার লোকেদের মধ্যে আপনি যে রকম ঐক্যবোধ জাগিয়ে তুললেন—তারাতো এখন যে কোন অন্যায় ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু আমার ওপর কি আপনি সুবিচার করলেন?

লেখক ॥ কে? কে তুমি?

যুবক ॥ চিনতে পারলেন না? আমি আপনার গল্পের মোটরবাইক আরোহী। আমি সরখেলদের বাড়ির মেয়েটিকে ভালবাসতাম। ভালবাসা কি অপরাধ? কিন্তু ও আমাকে উপেক্ষা করল। উপেক্ষা আমার সহ্য হয় না। আমি স্বীকার করছি—আমি একজন মাস্তান। থানা পুলিশ রাজনৈতিক দল আমাকে আশ্রয় দেয়। আমি মেয়েটিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারতুম; কেউ কোন

প্রতিবাদ করত না। মেয়েটিকে রেপ করলেও সবাই মুখে কুলুপ এঁটে থাকতো। আমি তা করিনি। আমি গণতান্ত্রিক ভাবে মেয়েটির উপেক্ষার প্রতিবাদ জানিয়েছি —সাইলেন্সারবিহীন মোটরবাইকে রোজ দুপুরবেলা ওর বাড়ি প্রদক্ষিণ করে। মোটরবাইকের গর্জন আমার আস্ফালন বলতে পারেন। আপনি কী করলেন? হাতে রিভলবার নিয়ে আমাকে ফ্ল্যাটে ডেকে পাঠালেন। আমারও কোমরে রিভলবার ছিল। আমি কি পারতাম না একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে কাবু করতে? কিন্তু আমি তা করিনি। নিজেকে সংযত করে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম। আপনার বাড়ি ফেরার পথেও আপনাকে খুন করতে পারতুম। আসলে আপনি কোন গণতান্ত্রিক পথের ধার ধারেন না। সস্তায় বাহবা পাওয়ার জন্য পাড়ার নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে দিয়ে কাচের গ্লাস ছোঁড়ালেন? কেন? কাছেই তো পুলিশ পিকেট ছিল। শুনুন লেখক মশাই, একজন অ্যাংগ্রি যুবককে অত সহজে ভিলেন বানাবেন না। জানবেন আপনাদের জন্যই এরা সমাজদ্রোহী হয়ে ওঠে। আপনারাই এদের অ্যান্টি সোসাল বানান? ইয়েস আপনারা।

(সমাপ্তি সূচক আবহ)

মূল গল্প □ বিহিত